প্রথম আলো

বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকসু নেতা ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে শিবিরের বিক্ষোভ

প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ০২: ৪৩

ডাকসু নেতা ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ এপ্রিল ২০২৬ *ছবি: প্রথম আলো*

শাহবাগ থানা এলাকায় ডাকসুর দুই নেতা এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বর থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) প্রদক্ষিণ করে কলাভবন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ, কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক রেজাউল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও ডাকসুর সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মহিউদ্দিন খান ও সংগঠনের কর্মী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।

এর আগে মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা ‘চাঁদাবাজি করে কোন দল, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল’, ‘শিক্ষা আর সন্ত্রাস, একসঙ্গে চলে না’, ‘রামদা আর সন্ত্রাস, একসঙ্গে চলে না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর শাহবাগ থানার সামনে হামলা ও মারধরের শিকার হন ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক যুবাইর বিন নেছারী (এ বি জুবায়ের) এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ। ছাত্রদলের একদল নেতা-কর্মী ওই হামলা চালান। তাঁদের আক্রমণ থেকে দুজনকে রক্ষায় ভূমিকা রাখেন সংগঠনের কয়েকজন নেতা। একপর্যায়ে ডাকসুর দুই নেতাকে উদ্ধার করে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষে নেওয়া হয়। এক ঘণ্টার বেশি সময় তাঁরা সেখানে অবরুদ্ধ থাকার পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম এসে ডাকসু নেতাদের থানা থেকে বের করেন। পরে তাঁদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এসব ঘটনার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের ওপর ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা হামলা চালান বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো